بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ১১ই এপ্রিল, ২০২৫ তারিখে যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআ'র খুতবায় মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিত বর্ণনার ধারাবাহিকতায় খায়বার যুদ্ধ পরবর্তী তায়মা'র সন্ধিচুক্তি, গযওয়ায়ে যাতুর রিকা এবং ফেরত যাত্রায় সংঘটিত বিভিন্ন অলৌকিক ঘটনা উল্লেখ করেন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, খায়বার যুদ্ধাভিযান পরবর্তী ঘটনাবলী বর্ণনা করা হচ্ছিল। এর মাঝে একটি হলো, **তায়মাবাসীর সাথে সন্ধিচুক্তি।** তায়মা মদীনা থেকে সিরিয়ার পথে একটি বিখ্যাত শহর। তায়মার ইহুদীরা খায়বার এবং **যাতুল কুরা** বিজয়ের কথা শুনে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের লড়াইয়ে লিপ্ত হওয়ার পরিবর্তে নিজেরাই সন্ধিচুক্তির প্রস্তাব দেয় আর মহানবী (সা.)ও তা মেনে নেন এবং তাদেরকে সহায়-সম্পদসহ নিজেদের এলাকাতেই বসবাসের অনুমতি প্রদান করেন।

সেখান থেকে ফেরার পথে একদিন দেরিতে ফজর নামায পড়ার একটি ঘটনারও উল্লেখ পাওয়া যায়। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) সারা রাত সফর করার পর রাতের শেষ প্রহরে মদীনার কাছাকাছি স্থানে পৌঁছে বিশ্রামের উদ্দেশ্যে শিবির স্থাপন করেন এবং হযরত বেলাল (রা.)-কে বেদারীর দায়িত্ব দিয়ে ঘুমিয়েছিলেন। সেদিন তিনি (সা.) নিজেও সজাগ পাননি আর সাহাবীরাও জাগ্রত হতে পারেননি আর হযরত বেলাল (রা.)ও দীর্ঘক্ষণ নফল নামায পড়ার পর সামান্য বিশ্রাম নিতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। এভাবে চেহারায় সূর্যের কিরণ এসে পড়লে প্রথমে মহানবী (সা.), এরপর অন্যান্য সাহাবীরাও ঘুম থেকে জেগে ওঠেন। অতঃপর কিছুটা সামনে অগ্রসর হয়ে মহানবী (সা.) বাজামা'ত ফজর নামায আদায় করেন। এ সময় তিনি (সা.) বলেন, **যদি কেউ সময়মতো নামায পড়তে ভুলে যায় তাহলে যখন স্মরণ হবে তখনই যেন তা পড়ে নেয়। কেননা আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমাকে স্মরণের উদ্দেশ্যে তোমরা নামায আদায় করো।** সাহাবীরা মদীনায় ফেরত আসার সময় উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর ধ্বনি উচ্চকিত করতে থাকেন। মহানবী (সা.) বলেন, **নিম্নস্বরে ধ্বনি উচ্চকিত করো, কেননা তোমরা কোনো বধির বা অনুপস্থিত সত্তাকে ডাকছ না।** ইসলামী সৈন্যবাহিনী এ সফরে অনেক দিন মদীনার বাইরে অতিবাহিত করেছিলেন। সপ্তম হিজরীর মহররম মাসে এ সফর শুরু হয়ে খোদা তা'লার ঐশী সমর্থন ও সফলতা লাভের পর সফর মাসের শেষে কিংবা রবিউল আউয়াল মাসের সূচনাতে এসে এই অভিযানের পরিসমাপ্তি ঘটে। খায়বার বিজয়ে মুসলমানদের অনুকূলে বেশ কিছু ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি হয়েছে। **প্রথমত,** ইতঃপূর্বে যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করার বাসনা রাখত তারা এর ফলে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে যায় এবং মুসলমানদের সাথে মিত্রতা বা সন্ধিচুক্তির হাত বাড়িয়ে দেয়। **দ্বিতীয়ত,** আরব উপদ্বীপে ইহুদীদের ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে যায়। **তৃতীয়ত,** মুসলমানদের জীবনযাপনে স্বচ্ছলতা-স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টি হয়। এ যুদ্ধের পর তাদের জীবিকা নির্বাহের উত্তম ব্যবস্থা হয় এবং পূর্বের ন্যায় পানাহারের কষ্ট আর থাকে না।

এরপর **গযওয়ায়ে যাতুর রিকা** সংঘটিত হয়। এর নামকরণের বিষয়ে অনেক মতভেদ রয়েছে। কারো কারো মতে, সেই এলাকার একটি গাছ বা পাহাড়ের নামে এই যুদ্ধাভিযানের নামকরণ করা হয়েছিল। আরেকটি কারণ বর্ণিত হয়েছে, সাহাবীদের বাহন অনেক কম ছিল। সফরে উত্তপ্ত পথে চলতে গিয়ে তাদের পায়ে ক্ষত সৃষ্টি হয়েছিল, তাই তারা ক্ষতস্থানে পুরোনো কাপড় পেঁচিয়ে রেখেছিল। যেহেতু ব্যাণ্ডেজ বা পট্টিকে **রিকা** বলা হয় তাই এ যুদ্ধের নাম **যাতুর রিকা** রাখা হয়েছে।

এ যুদ্ধাভিযানের কারণ ছিল, নজদ এলাকার কিছু লোক পথচারীদের রাহাজানী বা ডাকাতি করত আর তারা এক স্থানে থাকত না, বরং একেক সময় একেক স্থানে বসবাস করত। আরেক বর্ণনানুযায়ী **সালাবাবাসী** এবং আরো কয়েকটি গোত্র মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে চায়, তাই মহানবী (সা.) তাদেরকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তিনি (সা.) আবু যার গিফারী (রা.)-কে কিংবা অন্য বর্ণনানুযায়ী হযরত উসমান (রা.)-কে মদীনায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি (সা.) মদীনা থেকে চারশ', মতান্তরে আটশ' সাহাবী নিয়ে সেখানে যাত্রা করেন।প্রথমে বিভিন্ন দল প্রেরণ করা হয় কিন্তু তাদেরকে খুঁজে পাওয়া যায় নি। এরপর মহানবী (সা.) **নাখলা** নামক স্থানে গেলে দেখেন, তারা তাদের নারীদেরকে রেখে সেখান থেকে পালিয়ে গেছে। মহানবী (সা.) নাখলা থেকে যাতুর রিকা গিয়ে বনু গাতফানের সৈন্যবাহিনীর সাথে মুখোমুখি হন। সেখানে কোনো লড়াই হয়নি, কিন্তু ভীতিকর অবস্থা সৃষ্টি হয় যে, যে-কোনো সময় শত্রুপক্ষ আক্রমণ করতে পারে। এমতাবস্থায় মহানবী (সা.) সালাতুল খওফ আদায় করেন অর্থাৎ, নামাযের প্রথমাংশে অর্ধেক লোক এতে অংশ নেয় আর দ্বিতীয় অংশে অবশিষ্ট অর্ধেক লোক এই নামাযে যোগদান করে। পনেরো দিন পর তিনি (সা.) মদীনায় ফেরত আসেন। এই সফরে **সালাতুল্ খওফ** পড়ার বর্ণনা পাওয়া গেলেও এ বিষয়ে কখন নির্দেশনা অবতীর্ণ হয়েছে সে নিয়ে মতভেদ রয়েছে।

এ সময় এক সাহাবীর ওপর আক্রমণের ঘটনাও পাওয়া যায়। মহানবী (সা.) এক স্থানে শিবির স্থাপন করে বলেন, কে আমাদেরকে রাতে পাহাড়া দিবে? হযরত আব্বাদ বিন বিশর ও আম্মার বিন ইয়াসের (রা.) লাব্বায়েক বলেন এবং রাতে দুই ভাগে তারা পাহাড়া দেয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। রাতের এক অংশে হযরত আব্বাদ (রা.) গিরিপথে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিলেন, এমন সময় শত্রুদের একজন তার ছায়া দেখে তির নিক্ষেপ করে যা তার দেহে বিদ্ধ হয়। তিনি নামায পড়ছিলেন তাই তির বের করে ফেলে দেন। এরপর দ্বিতীয় তির এসে তার দেহে বিদ্ধ হলে তিনি সেটিও ফেলে দেন। তৃতীয়বার আবার তিরবিদ্ধ হলে তার শরীর থেকে প্রচুর রক্ত ঝরতে থাকে, তিনি নামায শেষ করে হযরত আম্মার (রা.)-কে ডাকেন। তিনি বলেন, তুমি আমাকে প্রথমেই কেন ডাকলে না? প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন, আমি সূরা কাহাফ পাঠ করছিলাম আর আমার মনে হলো, সম্পূর্ণ সূরা শেষ করে তারপর নামায শেষ করি।

হযরত জাবের (রা.) বর্ণনা করেন, নজদে যুদ্ধের সময় একদিন মহানবী (সা.) গাছের নিচে বসে আরাম করছিলেন। এমন সময় এক মরুবাসী তার তরবারি হাতে নিয়ে মহানবীর দিকে তার বলে, তোমাকে আমার হাত থেকে এখন কে বাঁচাবে? তিনি (সা.) অত্যন্ত প্রশান্তচিত্তে বলেন, আল্লাহ্ আমাকে রক্ষা করবেন। একথা শুনে সে ভূপাতিত হয় এবং তার হাত থেকে তরবারি পড়ে যায়। এরপর মহানবী (সা.) সেই তরবারি হাতে নিয়ে বলেন, এবার বলো, তোমাকে কে বাঁচাবে? সে বলে, আমাকে বাঁচানোর কেউ নাই। আমি এ সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোনো উপাস্য নাই এবং মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্র রসূল। এরপর সে মুসলমান হয়ে যায়। কোনো কোনো বর্ণনানুযায়ী সে মুসলমান হয়নি, তবে সে আর কোনোদিন মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি। তার নাম সম্পর্কেও বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে।

এ সময় এক সাহাবী একটি পাখির বাচ্চা ধরে নিয়ে মহানবী (সা.)-এর সমীপে আসে। সেই পাখির মা কিংবা বাবা সামনে এসে এমনভাবে ভূপাতিত হয় যেন সে নিজেকে সঁপে দিয়েছে। লোকেরা এটি দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়। মহানবী (সা.) বলেন, তোমরা এই পাখিকে দেখে অবাক হচ্ছ? অথচ আল্লাহ্ তাঁর বান্দার প্রতি এর চেয়ে অনেক বেশি দয়ালু।

আরেকটি ঘটনা পাওয়া যায়, এক গ্রাম্য মহিলা তার সন্তানকে মহানবী (সা.)-এর সমীপে নিয়ে এসে বলে, হে আল্লাহ্‌র রসূল! শয়তান আমার সন্তানের ওপর ভর করেছে অর্থাৎ, সেই ছেলেটি পাগলামি করছিল। মহানবী (সা.) তার মুখে নিজের মুখের লালা দেন এবং তিনবার বলেন, **হে আল্লাহ্‌র শত্রু! তার কাছ থেকে দূর হ! আমি আল্লাহ্‌র রসূল।** এরপর তিনি (সা.) সেই মহিলাকে বলেন, তাকে নিয়ে যাও, পরবর্তীতে আর কখনো তার এ সমস্যা হবে না।

হযরত জাবের (রা.) বর্ণনা করেন, আমি উট পাখির তিনটি ডিম পেয়েছিলাম। মহানবী (সা.) সেগুলো দেখে রান্না করতে বলেন। তিনি (সা.) প্রথমে রুটি চেয়েছিলেন। কিন্তু রুটি না পাওয়া যাওয়ায় পরিতৃপ্ত হয়ে তা খেতে থাকেন, অথচ পাত্রে ডিম আগের মতই ছিল অর্থাৎ, পরিমাণে একটুও কমেনি। অতঃপর সাহাবীগণও সেখান থেকে গ্রহণ করেন।

একটি উটের বিষয়েও বর্ণনা পাওয়া যায়। যাতুর রিকা থেকে ফিরতি পথে একটি উট এসে মহানবী (সা.)-এর সামনে দাঁড়ায় এবং হাঁকডাক দিতে থাকে। তিনি (সা.) বলেন, তোমরা কি জানো, উটটি কী বলেছে? সে বলছে, অনেক বছর ধরে সে তার মালিকের সেবা করছে, এখন মালিক তাকে যবাই করতে চায়। অতঃপর তিনি (সা.) মালিকের কাছ থেকে সেই উটটি ক্রয় করে সেটিকে জঙ্গলে ছেড়ে দেন। এ যুদ্ধাভিযানে হযরত জাবের (রা.)-র উটটিও হারিয়ে গিয়েছিল। মহানবী (সা.) বলেন, তোমার কী হয়েছে? তিনি বলেন, অন্ধকার রাতে আমার উটটি হারিয়ে গেছে। মহানবী (সা.) বলেন, অমুক স্থানে তোমার উটটি খুঁজে পাবে। তিনি (রা.) সেখানে গিয়ে তা না পেয়ে ফিরে আসেন। পুনরায় তাকে পাঠানো হলেও তিনি কিছু না পেয়ে ফেরত আসেন। অতঃপর মহানবী (সা.) তাকে সাথে করে নিয়ে যান এবং সেখানেই উটটি খুঁজে পান। আরেক বর্ণনানুযায়ী হযরত জাবের (রা.)-র উটটি দুর্বল হয়ে পড়েছিল। হযরত জাবের (রা.) বিষয়টি মহানবী (সা.)-কে অবগত করলে তিনি (সা.) তাকে পানি আনতে বলেন। অতঃপর সেই পানিতে ফুঁ দিয়ে তিনি উটের কোমরে, মাথায় এবং পিঠে সেই পানি ছিটিয়ে দেন এবং লাঠি দিয়ে আলতো করে আঘাত করে উটটিকে দাঁড় করান। এরপর উটটি দ্রুতবেগে ছুটতে থাকে।

এ সময়ের আরেকটি ঘটনা হলো, মুসলমান শিবিরে পানি শেষ হয়ে গিয়েছিল। মহানবী (সা.) হযরত জাবের (রা.)-কে বলেন, ওযূ করার ঘোষণা দিয়ে দাও। তিনি ঘোষণা দেন, কিন্তু তাদের কাছে ওযূ করার মতো একটুও পানি ছিল না। তিনি (সা.) একজন আনসারী সাহাবীর কাছ থেকে পানি আনতে বলেন। হযরত জাবের (রা.) গিয়ে তার মশকে এত সামান্য পানি পান যা পাত্রে রাখা হলে মিশে যাবে। তাই তিনি হাতের মুষ্ঠিতে একটু পানি নিয়ে আসেন। তিনি (সা.) প্রথমে দোয়া করেন এবং দুই হাত মর্দন করতে থাকেন। এরপর একটি টব আনতে বলেন আর এর ভেতরে হাত রেখে নাড়াতে লাগলেন। অতঃপর বলেন, পানি যতটুকুই আছে তা আমার হাতে ঢালো এবং বিসমিল্লাহ্‌ পাঠ করো। এরপর তাঁর আঙ্গুল থেকে পানি ঝর্ণার ন্যায় নির্গত হতে আরম্ভ করে এবং পাত্রটি ভরে যায়। অতঃপর সবাই সেখান থেকে প্রয়োজন অনুসারে পানি নেয়। অতএব এই যুদ্ধাভিযানের যাত্রায় মহানবী (সা.)-এর অনেক নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছিল।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নেই, আমরা সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে খুতবার সারমর্ম উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org -এ]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)